ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি

দ্য ডন পত্রিকা আফসোস করে বলেছে, যে বাংলাদেশকে সবসময়ই পাকিস্তানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, সেই বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্তিতে তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী জনাব ইমরান খানকে একটি পরামর্শ সভায় সম্প্রতি জানানো হয় যে, দেশের অর্থনীতির বিকাশে একটি দশ সালা পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে সুইজারল্যান্ডের সমকক্ষ হতে পারে পাকিস্তান। বাস্তববাদী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তার সভাসদগণের কাছে পাল্টা প্রস্তাব দেন, 'আপনারা পাকিস্তানের জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চয়ন করুন যার বাস্তবায়নে আমরা দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমকক্ষ হতে পারি।'

অতি সম্প্রতি কয়েকটি সমীক্ষায় বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আলেখ্য আবারও উঠে এসেছে। দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন, এইচএসবিসি তাদের গ্লোব্যাল রিসার্চ-এর ফলশ্রুতিতে এপ্রিল ২০১৮-এ বলেছে, 'বাংলাদেশ এশিয়াজ ইমার্জিং টাইগার'। এশিয়ার বেস্ট (অ্যান্ড লিস্ট নোন) গ্রোথ স্টোরি সম্পর্কে এইচএসবিসি'র বক্তব্য হলো—

(ক) যেভাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত, বাংলাদেশের অর্জন তা পাচ্ছে না। এটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতি প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি এবং সম্প্রসারণশীল ভোক্তাপণ্যের বাজার।

(খ) নগরায়ণ, ছোট পরিসরের পারিবারিক কর্মকাণ্ড, প্রযুক্তির বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান নারীর অংশগ্রহণে অর্থনীতির শক্তি দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) মূলধন বাজার তেমনভাবে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টি করতে না পারলেও দেশটি অগ্রসরমান। অর্থের জোগানও বাড়ছে। বৈশ্বিক বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের তুলনায় বাংলাদেশের মূলধন বাজার নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত বলে বিনিয়োগকারীগণ তাদের ক্ষেত্র বহুমুখীকরণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। এইচএসবিসি'র মতে, বাংলাদেশে গত এক দশকে বার্ষিক শতকরা ছয় ভাগ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সর্বশেষ বছরে (২০১৭-১৮) বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩ ভাগ (যদিও এটি ৭.৮ ভাগ হয়েছে)। সমস্ত তথ্য-উপাত্ত, সুবিধা, অসুবিধা বিশ্লেষণ করে এইচএসবিসি এ উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ২০৩০ সনে বাংলাদেশ পৃথিবীর ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতি হবে।

অনুরূপ সিদ্ধান্ত এসেছে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা কাজে দক্ষ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি থেকে। এ সপ্তাহের শুরুতেই এর চৌকষ নেতৃত্বের অধিকারী চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম খান জানালেন যে, তাদের গবেষণা প্রক্ষেপণ মতে, ২০৩০ সনে বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ২৮তম অর্থনৈতিক শক্তিরূপে স্থান করে নেবে।

উভয় সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে যে, ২০৩০ সনে বাংলাদেশ তিনটি বাদে ইউরোপের সকল দেশ এবং মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্য ইকোনমিস্ট (১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭) বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তারা এও বলেছে যে, শিল্পখাত থেকে সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান ১৯৭২ সনের শতকরা ৭ ভাগের তুলনায় ২০১৬ সনে শতকরা ২৭ ভাগে উঠে এসেছে। এমনকি তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানি ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ রপ্তানির চেয়ে বেশি বলে এই জগদ্বিখ্যাত সাময়িকীটি জানিয়েছে। গত ৪ জুন ২০১৮ করাচির দ্য ডন পত্রিকা আফসোস করে বলেছে, যে বাংলাদেশকে সবসময়ই পাকিস্তান তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, সেই বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্তিতে তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী জনাব ইমরান খানকে একটি পরামর্শ সভায় সম্প্রতি জানানো হয় যে, দেশের অর্থনীতির বিকাশে একটি দশ সালা পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে সুইজারল্যান্ডের সমকক্ষ হতে পারে পাকিস্তান। বাস্তববাদী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তার সভাসদগণের কাছে পাল্টা প্রস্তাব দেন, 'আপনারা পাকিস্তানের জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চয়ন করুন যার বাস্তবায়নে আমরা দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমকক্ষ হতে পারি।'

১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের কমিটি অন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণের ছাড়পত্র দিয়েছে। এখানে উল্লেখের দাবি রাখে যে, যে তিনটি সূচকে এ উত্তরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তার সবকটিতে একসাথে অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ। গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম (জিএনআই)-এর ১২৫০ মার্কিন ডলারের সীমারেখা অনেক আগেই অর্জন করেছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে (ইভিআই) শতকরা ৩৩ ভাগের নিচে থাকার সূচকে বাংলাদেশ শতকরা ২৫ ভাগে রয়েছে। আর মানবসম্পদ সূচকের (এইচভিআই) ন্যূনতম সীমা ৬৬-এর তুলনায় বাংলাদেশের সূচক ৬৯। মানব মূলধন সূচকে (হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স) বিষয়ে সর্ব-সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় বিশ্বব্যাংক বলছে, 'বাংলাদেশ আউটশাইনস ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। এ সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬। নেপাল (১০২) ও শ্রীলংকা (৭২) বাংলাদেশের ওপরে রয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমানো। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স ফোরামের সমীক্ষা অনুসারে, ১৪৪টি দেশের মধ্যে নারীর সমতা সূচকে পরপর তিনবার বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭২। ভারত (৮৭), শ্রীলংকা (১০০), নেপাল (১১০), মালদ্বীপ (১১৫), ভুটান (১২০) এবং পাকিস্তান প্রায় তলানিতে ১৪৩তম স্থানে। এশিয়ার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ফিলিপিনস প্রথম স্থানে আর বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে।

দরিদ্র নিরসনে এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য সর্বজন স্বীকৃত। গত দশ বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের অনুপাত শতকরা ২২ দশমিক ২ ভাগে হ্রাস পেয়েছে আর হতদরিদ্রের অনুপাত এখন শতকরা ১২ ভাগ। তবুও কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনকল্যাণে নিবেদিত শেখ হাসিনার সরকার অবশ্যই প্রায় পৌণে চার কোটি দরিদ্র তথা প্রায় দুই কোটি হতদরিদ্র মানুষের অবস্থা নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য নিহিত থাকে। অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল এর সমীক্ষায় ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৮, ভারত ১৪৭, নেপাল ১৩৯, পাকিস্তান ১৩৭ সূচকে থেকে বৈষম্য দূর করার যুদ্ধে অসফল রয়েছে। বাংলাদেশে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে ৮৪ লক্ষ লোক অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ০৫ ভাগ লোককে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার বলয়ে আনা সত্ত্বেও বৈষম্য কমানো যাচ্ছে না। ১৯৯৬-২০০১ সনে গ্রোথ উইথ ইক্যুয়িটির যে নীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছিল তা আরো বেশি শক্তিশালী করা সমীচীন হবে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির মডেল পরিবর্তন করে বাংলাদেশের জন্য শিল্পায়নের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে পরিবর্তিত করতে হবে। বৃহৎ শিল্প মানেই সামষ্টিক প্রবৃদ্ধিতে শক্তি যোগানো। বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ বস্ত্র আমদানিকারক। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে। পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পলহরীতে ব্যাপক কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার, তথা বৈষম্য নিরসন নিশ্চিত করবে। তাছাড়া বস্ত্র সম্ভার দেশে প্রস্তুত হলে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের আমদানি খরচ বাঁচবে। তৈরি পোশাক শিল্পে ফ্যাক্টরির পাশেই উন্নতমানের ফেব্রিকস পেলে খরচ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। রুলস অব অরিজিন মান্য করা এক থেকে তিনে উঠে আসবে, যথা সুতা কাটা, বস্ত্রবয়ন ও তৈরি পোশাক বানানো। তবে এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ জরুরি হবে অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র (স্মল) ও মাঝারি (মিডিয়াম) উদ্যোগ (এমএসএমই) কৌশলকে সযত্নে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বাজার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি সৃষ্টির অন্যতম খারাপ দিক দুর্নীতি বাংলাদেশেও বাসা বেঁধেছে। সদাশয় সরকার ভেবে দেখতে পারেন: দেশবাসী যদি বিগত দশ বছরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সর্বক্ষেত্রে বিশাল অর্জনের ধারাবাহিকতার সরকারকে আবারও নির্বাচন করেন তাহলে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে কী কী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নমুনা হিসেবে নির্বাচনের আগে যে দেড়-দুই মাস সময় আছে, বিশেষ করে চাকরিতে নিয়োগের সময় প্রায় ক্ষেত্রেই জবরদস্তিমূলক ঘুষ আদায়ের শত সহস্র অত্যন্ত অজনপ্রিয় গর্হিত ঘটনার কয়েকটি হলেও চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে নির্বাচনেও নেতিবাচক তিক্ততার অবসান ঘটবে।

বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী JC Maxwell নেতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way' জনবন্ধু শেখ হাসিনার অকুতোভয়, উদ্ভাবনী, বিচক্ষণ, সৎ, পরিশ্রমী, চৌকষ ও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবার কারণে এ সংজ্ঞার একজন শতভাগ নম্বরে উত্তীর্ণ নেতাই তিনি।

● **লেখক : অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক**